বাক্য না মানিতে পার কাপুরুষ হও।
সিংহের শাবক হ'য়ে ছাগ-রীতি লও।।"
তাহা শুনি তারক জুড়িল দুই হাত।
"অপরাধ ক্ষমা কর অনাথের নাথ।।
কালীনগরের কর্ত্তা বেত কাটিয়াছে।
"অপরাধ করিয়াছি" স্বীকার করেছে।।
গুরু-কার্য্য করি মোরা মনের হরিষে।
প্রভু-কার্য্যে বেত ল'ব দোষ হ'বে কিসে?
লঙ্কা দগ্ধে' বন ভাঙ্গে বস্ত্র হরে হনু।
রাম-কার্য্যে সমর্পিত আত্মা, মন, তনু।।
এত বেত লালচাঁদ কি কার্য্যে লাগা'বে?
আমরা লইলে বেত গুরু-কার্য্য হবে।।
ইহা বলি এইবেত কেটেছেন তিনি।'
ঠাকুর বলেন "যাও সব আমি জানি।।
ধর গিয়া সেই বেত সেই তিন জনে।
চৌদ্দজনে টান বেত কিসের কারণে?"
বেত ধরি' টান দিল সেই তিনজন।
অমনি বাহির বেত হইল তখন।।
তিন জনে ছাটিয়া করিল পরিষ্কার।
তিন বেত প্রায় দুই বোঝা দু'জনার।।
এদিকে সকলে করে মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া।
স্নানাদি ভোজন করে হরিবোল দিয়া।।
প্রভু হরিচাঁদ স্নান করে প্রথমেতে।
বলিলেন "আম এনে সবে দেও খেতে।।
অগ্রে কাটি কতগুলি দিলেন খাইতে।
"অমৃত খাইনু" হরি বলে আনন্দেতে।।
পরে অন্ন ভোজনে বসেন হর্ষ মনে।
ঘৃতপক্ক ডাল বড়া শাকাদি ব্যঞ্জনে।।
অমৃত-অম্বল দুগ্ধ দধি আম্র সহ।।
ভুঞ্জিলেন ভক্ত সবে বড়ই উৎসাহ।।
পায়স পিষ্টক আদি কত খাজা গজা।
ক্ষীর চুষি, ক্ষীরের লাড্ডুক সরভাজা।।
ঠাকুরের বামদিকে আম পোরা ঝাঁকা।
প্রভু কন্ "এত আম রাখ কেন একা।।"
লালচাঁদ বলে 'এই আমগুলি টকা।
মূলে টক দেখিতে সুন্দর যায় দেখা।।'
প্রভু ক'ন "মিঠা আম আর নাহি চাই।
এ আম খেয়েছি আন অই আম খাই।।
ভাল ভাল আম খেয়ে করিনু কি কাজ?
ভোজনের শেষে টক্ তাই খা'ব আজ।।
টকা আম খাই নাই এই আম খা'ব।
অই আম খেয়ে মনের মালিন্য ঘুচা'ব।।
লালচাঁদ দেন আম ভকতি প্রচুর।
প্রভু ক'ন "কই টক্ অতীব মধুর।।"
মধুর হ'তে মধুর সুমধুর আম।
শ্রীমুখের মধু বাক্য তাই পরিণাম।।
যে গাছের টক্ আম খাইল ঠাকুর।
সে গাছের আম হ'ল সে হ'তে মধুর।।
ভক্তবৃন্দে সেবাকার্য্যে ছিল যতজনে।
তৃপ্ত হ'ল টক্ আম্রে মধু আস্বাদনে।।
সেবাকার্য্য করি হরি যাত্রা করিলেন।
লালচাঁদ বেত লয়ে সঙ্গে চলিলেন।।
অগ্রে অগ্রে ভোলা নামে কুক্কুর ধাইল।
ওড়াকান্দী গোলোকের ঠাঁই উত্তরিল।।
পথে আসি আগুলিল গোস্বামী গোলোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলমৃত রচিল তারক।।

'সদা জাগ' ব্রত ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে পুত্রলাভ

বহিল প্রেমের বন্যা ওড়াকান্দী হ'তে।
দ্বিজ-মুচি-শৌচাশুচি ডুবে গেল তা'তে।।
আইল প্রেমের বন্যা বীজ হ'ল নাশ।
তাহা দেখি পঞ্চজনের বাড়িল উল্লাস।।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি জাতি।
রেচক পুরক কুম্ভকাদি 'নেতি-ধৌতি'।।